প্রথম আলো

তারিখ ... 20 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬

‘আমাদের কিছু পোলাপাইন ভর্তি না হলে তো চলে না’

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা গত শনিবার ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অফিস সহকারীকে মারধর করে সেমিনার ফির রসিদ নিয়ে যান। এর পর তাঁরা বিভাগের ১৯টি শূন্য আসনে নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষার্থী ভর্তি করান।

ভর্তি পরীক্ষা কমিটি সূত্রে জানা গেছে, ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ১৯টি শূন্য আসনে মেধাক্রম অনুযায়ী অপেক্ষমাণ তালিকার ভর্তির তারিখ ছিল শনিবার। বেলা ১১টায় ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী বিভাগের অফিস সহকারী শাহ আলম সেমিনার ফির রসিদ কাটতে শুরু করেন। ওই সময়ে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মহসিন রহমানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা অফিস সহকারীর হাত থেকে রসিদ ছিনিয়ে নেন এবং তাঁকে লাঞ্ছিত করেন। খবর পেয়ে বিভাগীয় প্রধান ইমতিয়াজ আহমেদ সিদ্দিকী ও ছাত্রলীগের সভাপতি জসিম খান বিভাগে যান। ওই সময় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বিভাগীয় প্রধানকে তাঁর কার্যালয়ে বসিয়ে রেখে অফিস কক্ষের ছিটকানি লাগিয়ে নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষার্থী ভর্তি করান।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের সভাপতি জসিম খান বলেন, ‘আমি গিয়ে সেমিনার ফির রসিদ বই উদ্ধার করে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করতে বলি। উপস্থিত যারা ছিল, তাদের ভর্তির সুযোগ দিয়েছি। আমাদের কিছু পোলাপাইন ভর্তি না হলে তো চলে না।’ অফিস সহকারীকে লাঞ্ছিত করার ব্যাপারে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ইমতিয়াজ আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, ‘জীবনে কোনও ভর্তি নিয়ে এমন নৈরাজ্যকর অবস্থা দেখিনি।’ তিনি বলেন, অফিস সহকারীকে লাঞ্ছিত করার ঘটনা অধ্যক্ষকে জানানো হয়েছে।